ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৩০
বিশালগড়, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫

আর বি এস কে কর্মসূচির মাধ্যমে হৃদরোগের চিকিৎসা করে প্রসেনজিৎ এখন সুস্থ

।। কাকলি ভৌমিক।।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি ও প্রসারে সমাজের অন্তিম দুঃস্থ ব্যক্তিরাও যাতে উপকৃত হয় সে উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ও উন্নত ভবিষ্যতের নিরিখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানাবিধ প্রকল্প চালু রয়েছে এবং এর সার্থক বাস্তবায়নও ঘটছে। শিশু, কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক সহ সকল অংশের মানুষ উপকৃত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন রাজ্যের উন্নত পরিষেবায় অঙ্গীভূত হয়ে। এরমধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প হলো রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম'। যার উদ্দেশ্য-স্ক্রীনিং, জন্মগত ত্রুটি, রোগ, ঘাটতি এবং দেরীতে বিকাশ প্রভৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্নয় ও বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রদান করা। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচিতে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মোহনভোগ এলাকার ১১ বছর বয়সের শিশু প্রসেনজিৎ মন্ডল রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত হয়ে সুস্থ জীবন যাপনে ফিরে এসেছে। প্রসেনজিৎ মন্ডলের পিতা চন্দন মন্ডল পেশায় একজন দিন মজুর। মা অপর্ণা মন্ডল ও দিদি অম্পিকা মন্ডল জানান, দিন আনি দিন খাওয়া অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে কোনোভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু একমাত্র পুত্র প্রসেনজিৎ মন্ডলের শারীরিক অসুস্থতা সবসময় লেগেই থাকতো। শুরু হয় বুক সম্পর্কিত যন্ত্রনা, অস্বস্তি, ক্লান্তি আর শারীরিক জীর্নতা। কষ্ট করে প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাওয়া ও পরামর্শের মাধ্যমে জানতে পারলেন একমাত্র পুত্র ১১ বছরের প্রসেনজিৎ মন্ডল জন্মের পর ক্ষেত্রেই হৃদজনিত রোগে আক্রান্ত। চন্ডীপুর এস বি স্কুলে ষষ্ট শ্রেণীতে পাঠরত প্রসেনজিৎ কে নিয়ে বাবা, মা ও দিদি সকলে চিন্তিত। যাদের আর্থিক দুর্বলতার কারণে বহিঃরাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া অসম্ভব। গত ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর চন্ডীপুর এস বি স্কুলে সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম-এর অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক টিংকু দাস সনাক্ত করেন ১১ বছরের প্রসেনজিৎ মন্ডলের রয়েছে সি এইচ ডি রোগ। চিহ্নিত হওয়ার পর আগরতলার আই জি এম হাসপাতালে ইকোকর্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে আই জি এম হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রসেনজিৎকে আর বি এস কে অনুমোদিত হাসপাতাল অ্যাপোলো চিলড্রেন হাসপাতালের পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। প্রসেনজিৎ এর পরিবার রাজ্যেই চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক দুর্বলতার কারণে বহিঃরাজ্যের কথা ভাবেনওনি। পরবর্তীতে সিপাহীজলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় সহায়তায় আর বি এস কে এবং আই এল এস হাসপাতাল এর যৌথ উদ্যোগে এ বছরের ২৪ এপ্রিল আয়োজিত একটি সি এইচ ডি শিবিরের মাধ্যমে প্রসেনজিৎ মন্ডলকে আই এল এস হাসপাতালে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এরপর এবছরের ২৯ এপ্রিল প্রসেনজিৎকে ছুটি দেওয়া হয় অস্ত্রোপচার সফল হওয়ার পর ও শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসার পর। পরবর্তী সময়ে এবছরের ১৪ অক্টোবর আর বি এস কে এর মেডিক্যাল টিম প্রসেনজিৎ এর বাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে সেএখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। সাক্ষাতে প্রসেনজিৎ এর মা অপর্ণা মন্ডল জানান, প্রসেনজিৎকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তিনি এবং তার পরিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, আর বি এস কে টিম এবং রাজ্য সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আর বি এসকে কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সফল অস্ত্রোপচার এবং ওষুধ ও যাবতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সমাজের সকল অংশের মানুষের মানে আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

*****